1296

বঙ্গসুন্দরী।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।"

কালিদাস।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা:
শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, নম্বর ৩৮।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৮৬।

☞ দ্বিতীয় সংস্করণে সুরবালা নামে একটী সর্গ নূতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটী কবিতা ত্যাগ, এবং অন্যান্য সর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পদ পরীবর্ত্ত করা হইল।

বঙ্গসুন্দরী।

প্রথম সর্গ,—উপহার।

"गात्रेषु चन्दनरसो दृशि शारदेन्दु-
रानन्द एव हृदये।"
ভবভূতি।

১

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

২

লোক মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে!
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা!
কত আরো থাকিবি ধরিয়ে!

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প’ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়;
বৃক্ষ লতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে;
যথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;-

১০

গিয়ে তার তীরতরু তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণী গণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নি তর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘ সঙ্ঘ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেণপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমূল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ্ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাজে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্ব্বরী।

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
সচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে।

২৫

হায়রে সে মজার স্বপন,
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন।

২৬

ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন ;
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুমঘোর ;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন !

২৭

কে তুমি ? কে তুমি ? কহ ! হে পুরুষবর,
বিনির্গত-লোলজিহ্ব, উলট-অধর,
চক্ষু দুই রক্ত পর্ণ,
কালিঢালা রক্ত বর্ণ,
গলে দড়ি, শূন্যে ঝোলো, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !

২৮

সদা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার,
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্ব্বার ;
নিতে নিজ আলিঙ্গনে
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
সম্মুখেতে দুই বাহু করিয়া বিস্তার !

২৯

প্রিয়তম সখা সহৃদয় !
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

৩০

আহা কিবে প্রসন্ন বদন !
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন ;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

৩১

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর ;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

৩২

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার ;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

৩৩

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

৩৪

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন ;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

৩৫

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

৩৬

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন;
ভোর্ হয়ে ব'সে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

৩৭

আ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
নিজ কর-করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

৩৮

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্য্যলোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে।

৩৯

পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মন সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

৪০

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।

৪১

করি সে সংগীত সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে পাশে,
সমুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে অতেই নয়ান।

৪২

পরস্পর উল্ট তর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাজে।

৪৩

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

৪৪

হেরি নাই কখন তোমার ;
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠাকারেতে হাসায় যোধায়।

৪৫

তোষামোদ করিতে পারনা,
তোষামোদ ভালও বাসনা ;
নিজে তুমি তেজীয়ান্,
বোঝ তেজীয়ান্-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

৪৬

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একত্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে ;

৪৭

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর!

৪৮

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ;
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

৪৯

ওহে সখা সরল সুজন!
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'রনা গমন।

৩

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

৪

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্যে শ্মশান।

৫

অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়ের ভিতরে,
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো ভাল ;
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো।

৬

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
বাকল-বসনা দুখিনী বালা ;
করে দুই গাছি ফুলের কাঁকণ
গলে এক গাছি ফুলের মালা।

৭

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে!
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
নয়নের জলে জননী ভাসে।

৮

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায়;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়।

৯

এলোকেশে ধাও পাগলিনী প্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে;
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়,
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে।

১০

পুন যদি পাও বহুদিন পরে,
হারাণ রতন নয়ন-তারা;
ভাস একেবারে সুখের সাগরে,
স্নেহ রস ভরে পাগল পারা।

১১

করুণাময়ী গো আজি মা কেমন,
হরষ উদয় তোমার মনে!
নাহিক এমন পরম পাবন;
অমরাবতীর বিনোদ বনে।

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপূর,
নারীর সরল উদার প্রাণ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।

১৩

আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে।

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায়;
মরি চারি দিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায়!

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
　　কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা খচিত উজল গগনে,
　　আভাময় ছায়াপথের পারা !

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
　　সে হৃদি কানন কুসুম রাশি
আপনা-আপনি আসি থরে থরে,
　　হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।

১৭

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
　　প্রেমের কিরণ উজলে তায় ;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
　　কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
　　সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস কমল কানন ভারতী,
　　জগজন মন নয়ন লোভা !

১৯

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো ক'রে আছে আলয় যার ;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার !

২০

করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেমতরু তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখ পানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে।

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ;
রাখ চোকে চোকে দিবস রজনী,
মুখে মুখে কর আহার দান।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোণার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখা খানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগামূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি হুলুস্থূল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান।

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কি রূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুচাও আনন বুক।

২৯

পরম করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত ;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি।

৩০

স্নেহ রসে তার গ'লে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দুনয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !

৩২

তুমি যারে বাম, সে-ই হতভাগা ;
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘূরে ঘূরে মরে সকল ঠাঁই।

৩৩

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
রাধা রাধা ব’লে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

৩৭

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে,
চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

৩৮

আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মাধুরী মালায়, মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী !

৩৯

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।

৪০

সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকে না আর !

৪১

অয়ি মধুরিমে, লোচন-পূর্ণিমে !
সমুখে আমার উদয় হও ;
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও।

৪২

মনের, দেহের চেহারা তোমার,
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর ;
আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর।

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমতি মূরতি স্ফূরতি পাবে,
আপনা-আপনি হৃদি দরপণে
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা মাফিক দুচারি রেখা ;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন ঘুঁটে ;
দেখিব কেমন হইল লেখা।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে কদিন বাঁচি তবুগো নারী !
উদার মধুর মূরতি তোমার,
যেন প্রাণভোরে আঁকিতে পারি !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

সুরবালা।

"न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ।"

কালিদাস।

১

এক দিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন,
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

২

বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে ;
আলো করে নীল কমল বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।

৩

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে ;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।

৪

লহরী লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলেরে তাহায় সে নীল মণি ;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।

৫

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

৬

চারি দিক্ দিয়ে দেবীরা আসিয়ে,
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।

৭

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা !

৮

হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায় ;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।

৯

আহা, তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রাম-ধনুর মত ;
হেরিয়ে তোমায়, মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত !

১০

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন ফুরাল আশা ;
হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বল,
ভাঙিল তাহার স্নেহের বাসা !

১১

ঠিক তুমি তাঁর জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান ;
তেমনি উদার রূপের মহিমা,
তেমনি মধুর সরল প্রাণ।

১২

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন, তেমনি কথা ;
ধরায় উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা !

১৩

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

১৪

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা ;
কালরূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা !

১৫

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিক বসন ভূষণ সাজ।

১৬

কিবে অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি ;
কিবে অমায়িক বাসনা সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি !

১৭

কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে ;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ,
মরিগো তখন কেমন সাজে !

১৮

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে ;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে !

১৯

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী ;
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমা খানি।

২০

প্রভুত্বের মহা বাসনা সকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে ;
যশ যাদু মন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
সরম জনমে যাহার মনে ;—

২১

নট-নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নূতন ঠ্যাকেনা যারে,
কালের কুটিল কলোল মালায়,
যাহা ঘোটে যায় সহিতে পারে ;-

২২

কেবল যাহার সরল পরাণে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ;
প্রণয় পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর ;—

২৩

তাহারি নয়নে ও রূপ মাধুরী,
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ;
স্বপনে হেরিছে যেন সুরপুরী,
রস ভরে মন পাগল প্রায়।

২৪

সুরবালা ! মম সখা সহৃদয়,
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন ;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়,
চকোর পাগল হবেনা কেন ?

২৫

'সুরো সুরো সুরো' সদা তাঁর মুখে,
অনিমিখে সুদু চাহিয়ে আছে ;
ঘুম্ ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে
স্বপন-রূপসী দাঁড়ায়ে কাছে।

২৬

ছেলে বেলা এই সরল সুজনে,
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান ;
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে,
মিলিত না এঁর কেহ সমান।

২৭

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট এক খানি বসন পরা;
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির,
নয়ন যুগলে আলোক ভরা।

২৮

জ্বলে জ্বলে যেন মাথার ভিতর,
বুদ্ধি বিদ্যুতের বিলাস ছটা;
ঘেরি ঘেরি চারি দিকে কলেবর,
বিরাজিছে যেন তাহারি ঘটা।

২৯

তখনই যেন বসি বসি শিশু,
জটিল জগত ভেদিতে পারে;
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে।

৩০

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্,
দাদা মহোদয় উদারমতি;
বুদ্ধি-বিভাকর পুরুষ প্রধান
সদা কৃপাবান্ ভেয়ের প্রতি।

৩১

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী-মালা ;
যত খুসি, ছুটে বেড়াত অনাসে,
ফাটিতে নারিত, করিত খেলা।

৩২

বিজয়া দশমী আজি নিরঞ্জন,
চারিদিকে বাজে সানাই ঢোল ;
চলেছে প্রতিমা পথে অগণন,
উঠেছে লোকের হরষ রোল।

৩৩

সেজে গুজে শিশু সারি সারি আসে,
দাঁড়ায় যাইয়ে বাপের কাছে ;
এ শিশু অনাসে তাহাদেরি পাশে,
একা একছুটে দাঁড়ায়ে আছে।

৩৪

চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন,
চোক্ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু ;
দাঁড়াত এ শিশু গোঁজের মতন,
প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদেনি কভু।

৩৫

কেবল ভাসিত জলে দু-নয়ান,
    কাতর কাঙাল আসিলে নাচে ;
বসায়ে যতনে দিত জলপান,
    সুধাত সকল বসিয়ে কাছে।

৩৬

পাঠ সমাপন না হ'তে না হ'তে,
    বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন ;
যথা যে বিভূতি আছে এ ভারতে,
    করিতে সকল অবলোকন।

৩৭

কেবল আমারে বলি ঠোশে ঠেশে,
    এক কাণা কড়ি হাতে না লয়ে ;
চলিলেন যুবা পশ্চিম প্রদেশে,
    সকের নবীন অতিথি হয়ে।

৩৮

ফিরে এসে চিত্ত হ'ল স্থিরতর,
    গেল সে ছেলেমো খেয়াল দূরে ;
শাস্ত্র সুধাপানে প্রফুল্ল অন্তর,
    ভাব রসে মন উঠিল পূরে।

৩৯

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামল-বরণা নবীনা বালা;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।

৪০

গায়ে পারিজাত ফুলের ওড়না,
উড়িছে ধবলা বলাকা হেন;
করে দেববীণা বিনোদ বাজনা,
আপনা-আপনি বাজিছে যেন।

৪১

আহা সেই সব পারিজাত দলে,
কেমন সে শ্যামা রূপসী রাজে;
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংশু মণ্ডলে,
নয়ন জুড়ায়ে কেমন সাজে।

৪২

সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে,
কেমন সুন্দর মধুর হাসি;
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে,
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি।

৪৩

নয়ন যুগল তারা যেন জ্বলে,
কিরণ তাহার পীযূষময়
মৃণাল শ্যামল কর-পদ-তলে,
লোহিত কমল ফুটিয়ে রয়।

৪৪

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী !
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী

৪৫

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ,
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে ;
চির দিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে !

৪৬

যত দিন রবে মনের চেতনা,
যত দিন রবে শরীরে প্রাণ ;
তত দিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান !

৪৭

জনমে না মনে ইন্দ্রিয়-বিকার,
পরম উদার প্রেমের ভাব;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ।

৪৮

বিরলে বসিলে এ মহিলা সনে,
ত্রিদিবের পানে হৃদয় ধায়;
অমৃত সঞ্চরে নয়নে শ্রবণে,
শোক তাপ সব দূরে পলায়।

৪৯

হয়ে আসে এক নূতন জীবন,
হৃদি-বীণা বাজে ললিত স্বরে;
নব রূপ ধরে ভূতল গগন,
আসিয়াছি যেন অমরপুরে।

৫০

সকলি বিমল, সকলি সুন্দর,
পাবন মূরতি সকল ঠাঁই;
অপরূপ রূপ সব নারী নর
জুড়ায় নয়ন যে দিকে চাই।

৫১

হরষ-লহরী ধায় মহাবলে,
বুক ফাটে ফাটে, ফোটে না মুখ ;
বসি বসি ভাসি নয়নের জলে,
বোবার বিনোদ স্বপন সুখ।

৫২

ভাবুক-যুবক-জন-কলপনা,
নবীনা ললনা মূরতি ধরি ;
বাড়াইল কি রে মনের বাসনা,
বিরলে তাঁহারে ছলনা করি ?

৫৩

তবে যোগিগণ বসি যোগাসনে,
নিমগন মনে কারে ধেয়ায় ;
আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে,
কাহার মূরতি স্ফূরতি পায় ?

৫৪

কেন জলে ভাসে নিমীল নয়ন,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধা পানে খেপার মতন,
মহাসুখী কোন্ মহান্ সুখে ?

৫৫

বিচিত্ররূপিণী কল্পনা সুন্দরী,
ধারমিক-লোক-ধরম-সেতু ;
প্রণয়ী জনের প্রিয় সহচরী ;
অবোধের মহা ভয়ের হেতু !

৫৬

হেরি হৃদি মাঝে রূপসী উদয়,
পুলকে পূরিল সখার মন ;
শশীর উদয়ে দিশ আলোময়,
বিকসিল বেলফুলের বন।

৫৭

কি সুখেরি হায় সময় তখন !
কেমন সখার সহাস মুখ !
কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক !

৫৮

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান্ ভাই ;
মনের মতন কল্পনা রমণী,
কোথাও কিছুরি অভাব নাই।

৫৯

সদা শাস্ত্র লয়ে আমোদ প্রমোদ,
আমোদ প্রমোদ আমার সনে;
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ,
প্রণয়িনী রূপে উদয় মনে।

৬০

সুধাময়ী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া,
ছায়ার মতন ফেরেন সাথে;
করেন সেবন, যেন সতী জায়া,
সেবেন যতনে আপন নাথে।

৬১

সায়াহ্নের মত সে সুখ সময়;
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা;
ম্লান হয়ে এল দিশ সমুদায়,
লুকাল তপন-কিরণ-মালা।

৬২

বিবাহের কথা উঠিল ভবনে,
তাহা শুনি সখা গেলেন বেঁকে;
জোর্ ক'রে আহা তবু গুরুজনে,
পরালেন বেড়ি চেয়ে না দেখে!

৬৩

ক’নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয় ?
যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক’নে তাহার কিছুই নয়।

৬৪

আগে যারে ভাল বাসিনে কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গ’লে ?

৬৫

বিরূপ বিরস হেরিয়ে আমায়,
যদি চোটে যায় তাহার প্রাণ ;
মানময়ী বোলে ধোরে দুটি পায়,
ভাণ কোরে হবে ভাঙিতে মান।

৬৬

প্রেম-হীন হেয় পশু-সুখভোগ,
স্মরিতেও ছিছি হৃদয়ে বাজে ;
জনমে আপন-হননের রোগ,
তবু ভোগ, ঠেকে সরমে লাজে !

৬৭

নিতি নিতি এই অরুচি আহারে,
ক্রমিক বাড়ুক মনের রোগ ;
উপরে এ কথা ফুটনা কাহারে,
ভিতরে চলুক নরক-ভোগ !

৬৮

ভেবে এই সব ঘোর চিন্তাজালে,
জড়াইয়ে গেল যুবার মন ;
বিষাদের যবনিকার আড়ালে,
ভাবী আশা হ'ল অদরশন।

৬৯

ভাল নাহি লাগে শাস্ত্র আলোচন,
ভাল নাহি লাগে রবির আলো ;
ভাল নাহি লাগে গৃহ পরিজন,
কিছুই জগতে লাগেনা ভাল।

৭০

উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন ;
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর,
স্বহু ঘেরে আছে কাঁটার বন।

৭১

কল্পনারে লয়ে জুড়াইতে চান,
খুঁজিয়ে বেড়ান হৃদয়-মাজে;
কোথাও তাহারে দেখিতে না পান,
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে।

৭২

অয়ি কোথা আছ জীবিত-রূপিণী,
পতির পরাণ বাঁচাও সতী!
হেরিয়ে সতিনী, বুঝিগো মানিনী
চলিয়ে গিয়েছ অমরাবতী!

৭৩

সহসা মানস তামস মন্দিরে,
বিকসিল এক নূতন আলো;
ভেদ করি অমা নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

৭৪

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ।

৭৫

বিমলসলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে ;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে।

৭৬

নিরিবিল এক তীরতরু তলে,
সে সুররূপসী উদাস প্রাণে ;
বসিয়ে কোমল নব দূর্ব্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে।

৭৭

বাম করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা।

৭৮

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী-কুসুমমালা ;
পারিজাত হার ছিঁড়েছে গলায়,
গ'লে পড়ে করে রতনবালা।

৭৯

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতে ছিলেন খেদের গান।

৮০

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

৮১

স্বভাব-সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকসে সুষমা কুসুম-রাজি ;
সুরসীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি !

৮২

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ !

৮৩

পেয়ে সে ললনা মধুর-মূরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ ;
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান ;—

৮৪

আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জ্জন,
বজ্রপাত হ'ল ভীষণ বেগে ;
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন,
মরমে বিষম আঘাত লেগে।

৮৫

দাদা তাঁর কুল-প্রধান পুরুষ,
বুকে বাড়ে বল যাঁহার নামে ;
সেই মহীয়ান্ মনের মানুষ,
চলিয়া গেলেন স্বরগ ধামে।

৮৬

ভ্রাতৃশোক-শেলে সখা সুকুমার,
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে ;
নয়ন মুদিত রয়েছে তাঁহার,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে।

৮৭

বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ,
নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ ;
নড়ে না চড়ে না, শবের মতন,
পাঙাশ বরণ, বিহীন জ্ঞান।

৮৮

চারি দিক্ আছে বিষণ্ণ হইয়ে,
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি ;
মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে,
ধরণী জননী ভাবেন বসি।

৮৯

কেঁদে কেঁদে যেন হইয়ে আকুল,
শোকময় গান অনিল গায় ;
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদা সাদা ফুল,
যেন শববপু সাজায়ে দেয়।

৯০

সুধাময় সেই শীতল সমীরে,
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন ;
বহিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে,
স্বপনের মত স্ফূরিল জ্ঞান।

৯১

বোধ হ'ল তুই করুণ নয়ন,
চাহিয়ে তাঁহার মুখের পানে ;
স্নেহ-প্রীতি-ময় করুণ বচন,
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে।

৯২

রূপে আলো করি দাঁড়ায়ে সমুখে,
রসাঞ্জনময়ী অমৃতলতা ;
ঢুলায়ে ফুলের পাখা বুকে মুখে,
ধীরে ধীরে কন সদয় কথা।

৯৩

“কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়,
হে জীবিতনাথ আজি তোমার !
ও কোমল তনু ধূলায় লুটায়,
নয়নে দেখিতে পারিনে আর।

৯৪

উঠ উঠ মম হৃদয়বল্লভ,
উঠ প্রাণসখা সদয় স্বামী !
মেল দুটি ওই নয়ন পল্লব,
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি !

৯৫

হে ত্রিদিববাসী অমর সকল,
তোমরা আমারে সদয় হও ;
বরষি পতির শিরে শান্তিজল,
মোহ যবনিকা সরায়ে লও !”

৯৬

অমনি কে যেন ধরিয়ে সখায়,
তুলে বসাইল ধরণী তলে ;
চারি দিকে চাহি না দেখি দাদায়,
ঢুলিল পাষাণ মনের গলে।

৯৭

চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ ;
ভারে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান।

৯৮

জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক ;
সে অবধি আহা সখার আমার,
বিষণ্ণ হইয়ে রয়েছে মুখ !

৯৯

না জানি বিধাত আরো কত দিনে,
হেরিব সখার মুখেতে হাসি !
সে সুর-ললনা কলপনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশী !

১০০

ললিত রাগেতে গলিবে পরাণ,
উথুলে উঠিবে হৃদয় মন ;
বিষাদের নিশা হবে অবসান
ফুটিয়ে হাসিবে কমল বন !

১০১

তুমিই সুরবালা ! সে সুররমণী,
ঊষারাণী হৃদি-উদয়াচলে ;
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ধরণীতলে।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে সুরবালা নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

চিরপরাধীনী।

"भवादृशेषु प्रमदाजनोदित-
म्भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्।
तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मा-
न्निरस्तनारीसमया दुराधयः॥"
ভারবি।

১

কেন কেন আজি সদাই আমার,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ ;
হেন আলোময় এ সুখ সংসার,
যেন তমোময় হয়েছে জ্ঞান।

২

আহা বহি গুলি চারিদিকে মম,
ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আজ ;
অতি দুখিনীর বালিকার সম,
ধূলায় ধূসর মলিন সাজ !

৩

আগেকার মত স্নেহেতে তুলিয়ে,
গুছায়ে রাখিতে যতন নাই ;
আগেকার মত হৃদয়ে লইয়ে,
খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ না পাই।

৪

অয়ি সরস্বতী ! এস বুকে এস,
বড় আদরের ধন আমার ;
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ,
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার !

৫

তুমি না থাকিলে কি হ'ত জানিনি,
এত দিনে পোড়া কপালে মোর ;
হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী,
ঝুলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোর।

৬

হায় গৌরবিণী, জাননা গো তুমি,
চোক্ ফুটাইয়ে দিয়েছ কার ;
কাপুরুষময়ী এই বঙ্গভূমি,
আমি পরাধীনী তনয়া তাঁর।

৭

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাজে,
দাসীদের মত খাটি অনিবার,
গুরু জন মন মতন কাজে।

৮

পান থেকে চূন্ খশিলে হটাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই ;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বোসে কুণো গুঁতুনি খাই।

৯

অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়,
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি ;
অভাগীর নাই কিছুই উপায়,
কেনা-দাসী আমি কুলের নারী।

১০

এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে,
চুপ্ কোরে মোরে দাঁড়াতে হয় ;
তাঁরা যা কবেন, যাইব শুনিয়ে,
মুখফোটা তাহে উচিত নয়।

১১

হাঁপায়ে হাঁপায়ে ঘোমটা ভিতরে,
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই ;
তবুও উঠিয়ে ছাতের উপরে,
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই।

১২

যদি কেহ দেখে, যাবে কুলমান,
হবে অপযশ দশের মাজে ;
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান,
কুলবতীদের নাহিক সাজে।

১৩

শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ,
অনেক কঠোর তপের বলে,
পূরায়েছিলেন নিজ মনোরথ
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে।

১৪

সেই ভাগীরথী পতিতপাবনী,
　　দুয়ারের কাছে বলিলে হয় ;
শুনি ঘরে থেকে দিবস রজনী,
　　কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।

১৫

তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
　　কপালে আমার ঘটেনি কভু ;
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
　　ধমকায়ে মানা করেন প্রভু।

১৬

প্রভাত না হ'তে লোক-কোলাহলে,
　　গগন পবন পূরিয়ে যায়,
যেন আসে বান্ তরঙ্গিণী জলে,
　　কলকল কোরে ঘূরে বেড়ায়।

১৭

রজনী আইলে লুকায় মিহির,
　　ধরণী আবৃত তিমির বাসে ;
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর,
　　তত কলরব নিবিয়ে আসে।

১৮

যায় আসে এই রূপে দিন রাত,
মানুষের কোলাহলের সনে;
যেন দেখি আমি এই গতায়াত,
ব'সে একাকিনী বিজন বনে।

১৯

আমার সহিত সেই জনতার,
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই;
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার,
থাকি প্রভু-ঘরে প্রভুরি খাই।

২০

বই নিয়ে ব'সে বিষম বিপদ,
বুঝিতে পারিনে উপমা তার;
বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ,
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার!

২১

বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরল লহরী নদীর বুকে;
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নির্ঝর,
শুনিলেম সুদ্ধ লোকেরি মুখে!

২২

কারার বাহিরে না জানি কেমন,
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে ;
সে সকল যেন মেরুর মতন,
আজানা রয়েছে আমার কাছে।

২৩

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই ;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই।

২৪

বাহিরে ইহাঁরা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

২৫

হায় রে কপাল ! পুরুষ সকল,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠ্যাঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি !

২৬

গারদে রেখেছ দুখিনী সকলে,
অধীনতা বেড়ি পরায়ে পায় ;
জাননাক হায় সতী-শাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায় !

২৭

প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি,
প্রিয় পতি মম দিলেন হাতে ;
ভাবিলেম বুঝি কতই না জানি,
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে।

২৮

বলিলেন তিনি "এ এক আরশি,
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে,
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী !
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে।

২৯

হবে আবিষ্কৃত সমুখে তোমার,
আলোময় এক সুখের পথ ;
ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার,
নব নব সুখ পাইবে কত।"

৩০

অয়ি নাথ! আহা যাহা বোলেছিলে,
একটিও কথা বিফল নয়,
গ্রন্থ আলোচনা যতনে করিলে,
উদার জ্ঞানের উদয় হয়।

৩১

কিন্তু হে জাননা অভাগা কপালে,
যত ভাল, সব উলটে যায়;
বাঁচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে,
ভুঁই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খায়।

৩২

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা,
শাস্ত্র সুধা পান যতই করি;
তত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা,
ছট্ ফট্ কোরে পরাণে মরি।

৩৩

আগে এই মন ছিল এতটুকু,
ছিল তমোময় জগতজাল;
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু,
হেসে খুসে বেশ্ কাটিতো কাল।

৩৪

এবে এই মন আর সেই নয় ;
তিমিরা রজনী হয়েছে ভোর ;
প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়,
ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর।

৩৫

এমন সময়ে খাঁচার ভিতরে,
আর বাঁধা বল কেমনে থাকি ;
দেখ এসে নাথ তোমার পিঞ্জরে,
কাতর হইয়ে কাঁদিছে পাখী।

৩৬

আহা তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও,
বাতাসে বেড়াক্ আপন মনে ;
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও,
আপনার মনে দশের সনে।

৩৭

যদি হে আমরা তোমাদের ধোরে,
অবরোধে পূরে বাঁধিয়ে রাখি,
তোমরাও কাঁদ অম্নিতর কোরে,
যেমন পিঞ্জরে কাঁদিছে পাখী।

৩৮

হায় হায় হায় বৃথা গেল দিন,
কিছুই করিতে নারিনু ভবে !
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে ঋণ,
নাহি জানি শেষে কি দশা হবে !

৩৯

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহা ক্ষতি পূরায়ে না দিয়ে,
কার্ বল সুখে নিদ্রা হয় ?

৪০

এখনো ইহারা কেন গো আমারে,
আঁধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর !
কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে,
শুধিবে আমার নিজের ধার ?

৪১

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
বড়ই আমার উঠেছে মন ;
আজ কখনই হটিবনা পিছু,
সাধন অথবা হবে পতন !

৪২

হা নাথ, হইল দিবা অবসান,
এত দেরি হেরি কিসের তরে;
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান,
এখনও তুমি এলে না ঘরে!

৪৩

আহা, ঘরে আসি আজি প্রিয়তম,
কোয়ো কোয়ো দুটো নরম কথা!
যেন হে হটাৎ হইয়ে গরম,
ব্যথার উপরে দিওনা ব্যথা!

৪৪

আপনা ভুলিয়ে তোমায় লইয়ে,
রাজি আছি আজো ধরিতে প্রাণ;
অপমান করা তুমি তেয়াগিয়ে,
অধীনীর যদি রাখ হে মান।

৪৫

শ্বশুর শাশুড়ী বুড়ো হুড়ো লোক,
বোকুন্ ঝোকুন্ ভরিনে কাণে;
যে জন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক,
তার কড়া কথা বাজে হে প্রাণে।

৪৬

হায় মায়া আশা! কেন মিছে আর,
কাণে কাণে গাও কুহক গান;
বাজায়ে বাঁশরী ব্যাধ দুরাচার,
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ!

৪৭

প্রাণের ভিতর উদাস, নিরাশ,
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর;
ওঠো ওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে চিরপরাধীনী নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

করুণাসুন্দরী।

"Ah! may'st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart,
Love's image upon earth without his wing,
And guileless beyond Hope's imagining!
And surely she who now so fondly rears
Thy youth, in thee, thus hourly brightening,
Beholds the rainbow of her future years,
Before whose heavenly hues all sorrow disappears."

লর্ড বায়রন্।

১

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়!
লক লক শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধুধূ ধোরে যায়,
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে।

২

"জল্ জল্ জল্" ঘোর কোলাহল,
ফট ফট ফট ফাটিছে বাঁশ ;
ধূঁয়ায় উখায় ভরিল সকল,
লাল হয়ে গেল নীল আকাশ

৩

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারি দিকে লোক,
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে।

৪

'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস'
পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে !

৫

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত,
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই ;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
উপরে উঠেছে বুঝি সবাই !

৬

কেন গেল ছাতে, একি সর্ব্বনাশ !
কে আছে আগুলে ওদের কাছে ;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস,
ছাতে এ সময় দাঁড়াতে আছে !

৭

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
যেথা কুঁড়ে গুলি জ্বলিয়া যায় ;
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।

৮

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখ খানি আহা চূন্‌পানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !

৯

চুল গুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

১০

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি!

১১

হে সুরবালিকে, শুভদরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন!

১২

দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই!

১৩

যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ন-নীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন!

১৪

যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে ;
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন শুদ্ধু নয়ন-জলে!

১৫

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ !
অমূল রতন নাই গো আর !
সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার !

১৬

তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয় ;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয় !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে করুণাসুন্দরী নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিষাদিনী।

"স্নিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্।"

ভবভূতি।

১

ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে,
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে;
রূপে দশ দিশ করেছে আলা।

২

বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন,
চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা;
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন
এ মূরতিমতী মরীচিঘটা।

৩

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।

৪

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে ;
কভু যেন লাজে নমিতলোকন,
পলক পড়েনা শতেক পলে ;—

৫

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে,
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ;—

৬

কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
সুধার প্রবাহ প্রবহমাণ,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
জুড়ায় জগত জনের প্রাণ।

৭

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

৮

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয় ;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

৯

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন,
আধই অধরে মধুর হাসি ;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন,
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি !

১০

আননের পানে সরমবতীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে ;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

১১

এস গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী,
এখানে তোমরা এস গো আজি ;
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি
আপন মনের মতন সাজি !

১২

ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী,
দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে ;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে !

১৩

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো ;
এমন সজীব তেজাল নয়ন
—মদির—মধুর—নাহিক আর !

১৪

আমরা পুরুষ নব রূপ বশ,
যাহা খুসি বটে বলিতে পারি ;
পান করি আজি নব রূপ রস,
নারীর রূপেতে ভুলিল নারী।

১৫

মরি মরি ! কারো কথা নাই মুখে,
অনিমিষে স্থদু চাহিয়ে আছে ;
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে,
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে !

১৬

একি একি কেন রূপের প্রতিমা,
সহসা মলিন হইয়ে এল ;
দেখিতে দেখিতে চাঁদের চন্দ্রিমা
নিবিড় নীরদে ঢাকিয়ে গেল ।

১৭

কেশ মেঘ জালে সীমন্ত সিন্দূর
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা,
মরি, তারি নীচে সেই সুমধুর
মুখখানি কেন বিষাদে মাখা !

১৮

মাজে মাজে আসি বিলসিছে তায়
দিবা-দীপশিখা খেদের হাসি,
তড়িতের প্রায় চকিতে মিলায়,
বাড়াইয়ে দেয় তমসরাশি ।

১৯

আহা দেখ সেই জ্যোতির নয়নে,
বিমল মুকুতা বরষে এবে ;
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে,
এ হেন রতনে বেদনা দেবে !

২০

ত্রিলোক আলোক যে সুররূপসী,
আলো নাই মনে কেন রে তার !
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে যে শশী,
কেন তারি হৃদে কালিমা ভার !

২১

হা বিধি ! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস ;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে পাতিয়ে রয়েছে পাশ।

২২

বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে
পিতা মাতা তব ধরিয়ে করে,
করেছেন দান সে কাল নিশিতে
ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে !

২৩

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে ;
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুলমালায়
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশান ভূমে !

২৪

পতিসুখে সতী হয়েছে নিরাশ,
হৃদয়ে জ্বলেছে বিষম জ্বালা ;
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস,
কেমনে পরাণে বাঁচিবে বালা !

২৫

কোথা ওগো কুল-দেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি ;
বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল,
ফিরাও সতীর পতির মতি !

২৬

যেন সেই জন পাইয়ে চেতন,
পশুভাব ত্যেজে মানুষ হয় ;
আমোদে প্রমোদে দম্পতী দুজন
ছেলে পুলে লয়ে সুখেতে রয় !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিষাদিনী নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ,—প্রিয় সখী।

"আনন্দজীবিতমম:পরিনির্পণী মে।"

ভবভূতি।

১

অয়ি অয়ি সখী! জগতের জ্বালা
জ্বালায়ে আমায় করেছে খুন;
যুঝে যুঝে মাঝে হইয়াছি আলা,
চারি দিকে ঘেরা বেড়া আগুন।

২

যেমন পথিক রোদে পুড়ে পুড়ে
যদি দূরে ছায়া দেখিতে পায়,
জনমে ভরসা তার বুক যুড়ে,
অনুরাগ ভরে ছুটিয়া যায়;

৩

তেমনি আমার মন তোমা পানে
জুড়াবার তরে সতত ধায়,
সাগর-প্রবাহ সদা একটানে
এক-ই দিক্ পানে গড়ায়ে যায়।

৪

তুমি যেই স্থানে কর বসবাস,
সেই স্থান কোন মোহন লোক ;
তোমার মধুর মুখ হাসহাস,
প্রকাশে সে লোকে অরুণালোক।

৫

স্থির ঊষা প্রায় তুমি দেবী তার,
হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান ;
নাহি অতি তাপ, নাহিক আঁধার,
কি সরেস সেই সুখেরি স্থান !

৬

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় ;
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে
মানস মোহিয়ে সতত বয়।

৭

যখন তোমার সুললিত তনু
কুসুম কাননে প্রকাশ পায়,
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু,
আদরে তোমার পানেতে চায়।

৮

ভ্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল,
গুন্‌গুন্‌ স্বরে ধরিয়ে তান ;
চারি দিকে তব হইয়ে আকুল,
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান।

৯

দোলে দূরে দূরে তরু লতা গণ,
দোলে থোলো থোলো কুসুম তায় ;
যেন তারা আজি হরষে মগন,
সাধনের ধন পেয়ে তোমায়।

১০

ভ্রম তুমি সেই সুখ ফুলবনে,
চেয়ে চারি দিকে সহাস মুখে ;
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে।

১১

প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে,
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন ;
দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,
হীরক-প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন।

১২

মরি সে নয়ন কেমন সরেস,
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ;
যেন আছে আধ আলস আবেশ,
ভাঙে নাই পূরো ঘুমের ঘোর !

১৩

হে সুরসুন্দরী ! ত্যেজে সুরলোক,
এ লোকে এসেছ কিসের তরে ;
তব অনুকূল নহে এ ভূলোক,
অসুখ এখানে বসতি করে।

১৪

এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ;
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়।

১৫

এই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
এই মেঘমালে নলকে দামিনী,
পলক ফেলিতে সহেনা ভর।

১৬

আহা যেন এই অপরূপ রূপ,
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ;
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ,
রাহুর মতন গ্রাসিয়ে রাখে !

১৭

যখন আমার প্রাণের ভিতর
ভেবে ভেবে হয় উদাস প্রায়,
ভাল নাহি লাগে দিনকর কর,
আঁধারে পলাতে মানস চায় ;—

১৮

এই মনোহর বিনোদ ভুবন,
বিষণ্ণ মলিন মূরতি ধরে ;
বোধ হয় যেন জনম মতন
ফুরায়েছে সুখ আমার তরে ;—

১৯

সহিতে সহিতে সহেনা যখন,
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার,
মরম বেদনে গোঙরায় মন,
দেহেতে পরাণ রহেনা আর,—

২০

অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে,
　　তোমার ললিত প্রতিমাখানি,
স্নেহের নয়নে সুধা বরষিয়ে,
　　জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী।

২১

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়,
　　কভু হেরি নাই তাহার মত ;
নহে দিবাকর তত তেজোময়,
　　সুধাকর নয় মধুর তত।

২২

চারি দিকে এক পরিমল বায়,
　　'তর্' ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ;
কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়,
　　সুরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ।

২৩

যেন আমি কোন অপরূপ লোকে,
　　ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,
　　সহসা তোমাকে দেখিতে পাই।

২৪

আহা সে তোমার সরল আদর,
সরল সহাস শুভ বয়ান ;
আলো ক'রে আছে মনের ভিতর,
নারিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ !

২৫

তোমার উজল রূপ দরপণে
সরল তেজাল মনের ছবি,
প্রভাতের নীল বিমল গগনে
শোভা পায় যেন নূতন রবি।

২৬

কিবে অমায়িক ভোলা খোলা ভাব,
প্রেমের প্রমোদে হৃদয় ভোর ;
সদা হাসি খুসি উদার স্বভাব,
চারি দিকে নাই সুখের ওর !

২৭

কাননে কুসুম হেরিলে যেমন,
ভালবাসে মন আপনি তারে ;
তেমনি তোমায় করি দরশন,
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে !

২৮

সুধাকর শোভে আকাশ উপরে,
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায় ;
আর কিছু নয়, সুদু তারি তরে
তৃষিত নয়নে চকোর চায়।

২৯

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কাণে লেগে থাকে তাহার তান ;
তোমার উদার প্রণয় তেমন
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।

৩০

যেমন পরম ভকত সকলে
আরাধনা করে সাধন-ধনে,
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে
ভাবি আমি ব'সে মগন মনে ;

৩১

ভাবিতে ভাবিতে উথলে অন্তর,
প্রেম রস ভরে বিহ্বল প্রাণ ;
অয়ি, তুমি মম সুখের সাগর,
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্থান !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়সখী নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

বিরহিণী।

"দুল্লহজণঅণুরাও লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণবরিএক্কং॥"

হর্ষদেব।

১।—গীতি।

সুর—"মান ত্যজ মানিনী লো যামিনী যে যায়"

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়!
না দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায়!

আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে,
আদর করিতে এসে কেঁদে চ'লে যায়।

কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থরথর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায়।

সহসা চমুকে ওঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছোটে,
আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাঁড়ায়—
ছলছল দুনয়ন,
ম্লান চারু চন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল, অঞ্চল লুটায়।

আবার সমুখে নাই;
কেবল শুনিতে পাই,
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি ওঠে উভরায়।

সাধে কে সাধিল বাদ!
কেন হেন পরমাদ—
কেন রে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায়।*

২।—গীতি।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল ঠুংরি.—লক্ষ্ণৌ গজলের সুর।

সরলা দুখিনী,
আজি একাকিনী,
উদাসিনী হয়ে চলিলে কোথায়!

মলিন বদন,
সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়।

যেন তব মনে,
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়।

* এই গীতিটী নূতন সন্নিবেশিত হইল।

এ ঘোর সংসার,
অকূল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।

কে রে সে নিদয়,
পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাসায়!

৩।—গীতি।

সুর।—"কামিনী কমলবনে কে তুমি হে গুণাকর"

কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিরল বনে;
বাজায়ে বিনোদ বীণা, ভ্রমিছ আপন মনে!

গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান, ধারা বহে দুনয়নে।

পদ কাঁপে থরথর,
টলমল কলেবর,
এলোথেলো জটাজাল লটপট সমীরণে।

শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে হেরিছে হরিণীগণে।

যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী, হে উদার-দরশনে!

১

হা নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ,
মনের বাসনা রহিল মনে!
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান,
বিরহিণী তব মরিল বনে।

২

এস এস অয়ি এস এক বার,
জনমের মত দেখিয়ে যাই;
এ হৃদয় ভার নাহি সহে আর,
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই।

৩

হা হতভাগিনী জনমদুখিনী!
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায়;
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী,
শুনেছিনু তবু হারানু হায়!

৪

অয়ি নাথ! তুমি দয়ার সাগর,
আমি মাতাপিতা-বিহীনা বালা,
আহা! তবু কত করিয়ে আদর
খুলে দিলে গলে গলার মালা।

৫

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোর ;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা !

৬

সেই তুমি সেই সজল নয়ানে,
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ;
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে,
এ বিজন বনে কাহারে বলি !

৭

খেদে অভিমানে চলি চলি যায়,
ফিরে নাহি চায় আমার পানে ;
দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়,
যাই যাই আমি, যায় যেখানে।

৮

পিছনে পিছনে তোমার সহিতে,
ধেয়েছিনু নাথ আনিতে ধোরে ;
মান লাজ ভয় আসি আচম্বিতে,
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে।

৯

হাঁপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর,
বিঁধিতে লাগিল মরম স্থান ;
ডুবিল তিমিরে ধরা চরাচর,
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান।

১০

কটমট করি বিকট দামিনী,
ভাসিল সে ঘোর তিমির রাশে ;
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী,
অট অট হিহি শমন হাসে।

১১

'মাভৈঃ মাভৈঃ' নাই নাই ভয়,
না উঠিতে এই অভয়-স্বর,
বজ্রাঘাতে মম তব-মূর্ত্তিময়-
হৃদয়-মুকুর হইল চুর ;

১২

শতধা শতধা ছড়ায়ে পড়িল,
ব্যাপিল সকল জগতময়,
শত শত তব মূরতি শোভিল,
ঘুচিল আমার সকল ভয়।

১৩

একি রে! তিমিরা ঘোরা অমা নিশি,
এই চরাচর গ্রাসিল এসে;
দেখিতে দেখিতে একি! দিশি দিশি
কোটি কোটি তারা ফুটিল হেসে।

১৪

হে তারকারাজি, হীরকের হার,
তামসী খনির আলোকমালা!
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকার,
প্রতিকৃতি কার করিছে আলা?

১৫

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাঁই;
ফুলের আলোকে কানন উজল,
ফুল বই কেন কিছুই নাই!

১৬

চারি দিকে সব বেলের বেদিতে,
কার এ মূরতি গোলাপময়;
আমার নাথের মতন দেখিতে,
আমারে দেখিতে দাঁড়ায়ে রয়!

১৭

তোমার মূরতি বিরাজে অম্বরে,
বিরাজে আমার হৃদয় মাজে ;
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে,
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে।

১৮

ওতো নয় হয় অরুণ উদয়,
সুসান্ত্ব প্রশান্ত তোমারি মুখ ;
ওতো নয় ঊষা নবরাগময়,
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক।

১৯

বিমল অম্বর শ্যাম কলেবর,
শুকতারা দুটি নয়ন রাজে ;
লাল-আভা-মাখা শাদা ধারাধর,
উরসে চিকণ চাদর সাজে।

২০

পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুম ভার ;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ্দ ধরেনা আর !

২১

নির্ঝর নিকর ঝরঝর করি,
আঘোষে তোমার মহিমা গান ;
প্রতিধ্বনি ধনী সে গানে শিহরি,
চপলার মত ধেয়ে বেড়ান।

২২

সে ঘোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে,
তোমা বিনা আর কিছুই নাই ;
হে প্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে,
কেবল তোমারে দেখিতে পাই।

২৩

যে মূরতি তব এ হৃদয় হ'তে
ব্যাপিয়া বিরাজে ভুবনময়,
হিয়া হ'তে পুন যদি কোন মতে
হিরোহিত সেই মূরতি হয়,

২৪

নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে,
আচম্বিতে সব বিলয় পাবে ;
উবিবে গগন তপন সহিতে,
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে।

২৫

ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার,
হাঁপায়ে মারিতে বিরহী বালা ;
আঁধার ! আঁধার ! দূ্রে দূরে তার,
জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে বিকট জ্বালা।

২৬

চমকিয়ে আমি হইব পাষাণ,
তবুও পরাণ বহিবে তায় ;
অভাগী মরিলে পেয়ে যায় ত্রাণ,
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায় !

২৭

আহা এস নাথ, এস এস কাছে,
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী ;
বিষাদে চকোরী মনে ম'রে আছে,
দেখাও তাহারে শশীরে আনি !

২৮

হেরিব সে শুভ মূরতি মোহন,
যে মূরতি সদা জাগিছে প্রাণে ;
শুনিব সে বাণী বীণার বাদন,
যে বীণা এখনো বাজিছে কাণে।

২৯

হেরিয়ে তোমারে গিরি তরু লতা,
ফল ফুলে সাজি দাঁড়াবে হেসে ;
ঝুরু ঝুরু সুরে কহি কহি কথা,
সমীর কুশল সুধাবে এসে।

৩০

শুনে তব রব নব জলধর,
গরজিবে ধীর গভীর স্বরে ;
হয়ে মাতোয়ারা ময়ূর নিকর,
নাচিবে ডাকিবে শিখর পরে।

৩১

বসি বসি মোরা বন-ফুল-বনে,
চাব হাসি হাসি তাদের পানে ;
মিলায়ে মিলায়ে নয়নে নয়নে,
স্নেহে নিমগন করিব প্রাণে।

৩২

সে বিষ ভবনে যাইতে তোমারে
হবে না, পাবে না পরাণে ব্যথা ;
আর কুরঙ্গিণী নাই কারাগারে,
হয়েছে বনের সচলা লতা।

৩৩

যোগিনী হইয়ে পাগলিনী প্রায়,
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ;
আঁচলের নিধি হারালে হেলায়,
পাওয়া কি তা যায় মেদিনী খুঁড়ে !

৩৪

কোথা এত দিন হব রাজরাণী,
বসিব আদরে পতির বামে ;
পুষিব তুষিব কত দুখী প্রাণী,
গুরু জনে সুখে সেবিব ধামে ;—

৩৫

কোথা বনে বনে যেন অনাথিনী,
উদাসিনী হ'য়ে ঘূরে বেড়াই ;
ডাকি নাথ, নাথ, দিবস যামিনী,
কই তাঁরে কই দেখিতে পাই !

৩৬

হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয় ;
বল কোথা মম পতি প্রাণধন
জীবন-কুসুম ফুটিয়ে রয় !

৩৭

ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে ;
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বর ?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে !

৩৮

অয়ি আশা ! তুমি মৃতসঞ্জীবনী,
অমৃত-সাগরে তোমার স্থান,
বিপদ-সাগর-তারিণী তরণী,
ব'ধ না অবলা বালার প্রাণ।

৩৯

এই কি গো সেই মায়া মরীচিকা,
ঢল ঢল করে বিমল জল ;
হাসিয়ে পালায় চপলা লতিকা,
আগে আগে ধায় যতই চল।

৪০

হরিণী রূপসী দাঁড়ায়ে শিখরে,
কেন আছ খাড়া করিয়ে কাণ !
ঘুমায়েছে বীণা মম হৃদি পরে,
করে কি কিন্নরে স্বরগে গান ?

৪১

একি! আচম্বিতে ম্লান হয় কেন
জগতব্যাপিনী নাথের ছবি,
কেন কেঁপে ওঠে, রাহু-মুখে যেন
করে থরথর মলিন রবি!

৪২

হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা,
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন!
বিজয়া-বিকালে সোণার প্রতিমা,
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

৪৩

তবে কি হা নাথ! তুমি আর নাই,
পাব না দেখিতে তোমারে আর!
যাই যাই আমি পাতালে পালাই,
এড়াই কাতর হৃদয়-ভার।

৪৪

ধরণী, আমায় ধোর না ধোর না!
রুধ না পবন, ছাড় রে পথ!
সে মধুর স্বরে কোর না ছলনা,
গেওনা গাহনা নাথের মত।

৪৫

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ্ আর কাহারো নয়!
আয় রে পবন ধাওয়াল ছাওয়াল!
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্বয়।

৪৬

বহ বহ বহ সংগীত-লহরী!
ধর গো সপ্তমে পুরবী তান!
ব'য়ে লয়ে চল ত্বরা তনু তরী!
অমৃত-সাগরে জুড়াব প্রাণ।

(৪।—সংগীত-লহরী।)

[সুর—"দিবা অবসান হ'ল সমুখে কাল যামিনী"]

কে জানে রে ভালবাসা, শেষে প্রাণনাশা হবে!
শান্তির সাগরে আহা প্রলয় পবন ববে!

ভালবাসে, ভালবাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি,
সদা মন হাসিহাসি, সৌরভ গৌরবে।

প্রেমের প্রতিমাখানি
আদরে হৃদয়ে আনি,
পদ্মবনে বীণাপাণি পূজি মহোৎসবে।

প্রাণ প্রেম-রসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম-ঘুম্‌ঘোর, মাতোয়ারা নয়ন চকোর ;—

আশেপাশে দৃষ্টি নাই,
আপনার মনে ধাই,
হেসে চমকিয়ে চাই বাঁশরীর রবে !

আচম্বিতে চোরা বাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে ভোলা মন তবু ম'জে রয় ;—

হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড-ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী ; অনুরাগী কেন তবে !

এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে ;
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে ?—

বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায় কাঁদে রে নীরবে !

ওই আসে উষা সতী,
হাসে দিশা, বসুমতী,
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে ;—

হাসে তরু লতা রাজি,
প্রফুল্ল কুসুমে সাজি ;
বুঝি এরা মোরে আজি উপহাস করে সবে !

কই গো অরুণোদয়!
এ যে রবি মগ্ন হয়,
যেন অনুরাগময় বিরহীর উদাস হৃদয়;—

এত নহে কমলিনী,
কুমুদিনী, আমোদিনী;
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে যেন সেজেছে পরবে।

একি ভ্রম হয়ে গেল,
কোথা ঊষা, নিশা এল;
পাগল করিল মোরে, মিলে আজি স্বভাবে মানুষেরে!—

মনের ভিতরে যার
ছারখার, হাহাকার,
দিবা নিশা সম তার; সব তারে সবে।

যার জ্বালা, সেই জানে,
থাকিব আপন ধ্যানে,
দেখি এ কাতর প্রাণে যাতনা বেদনা কত সয়;—

কেন কেন, একি একি,
সব শূন্যময় দেখি,
করাল কালিমা কেন গ্রাসিয়াছে ভবে!

কি হ'ল বুকের মাজে,
যেন এসে বজ্র বাজে;
কে এল রে রণসাজে, ঝনঝনা বিকট বাজনা!—

হা জননী ধরণী গো,
বুঝিতে যে পারিনি গো!
অভাগার দেহ-ভার কত আর ববে,

হর মা সন্তাপ হর !
ধর ধর ধর ধর !
এই আমি তব কোলে হই গো বিলয় !—

৪৭

হাহা নাথ ! ওকি ! পোড়না পোড়না !
ভীষণ শিখর—ওখান থেকে ;
এই এই আমি ! দেখনা দেখনা !
সেই আদরিণী ডাকিছে ডেকে।

৪৮

আহা এস এস, এস হে হৃদয়ে,
তাপিত হৃদয় জুড়াল সখা ;
তুমিও এসেছ বনে যোগী হয়ে !
কার মনে ছিল পাইব দেখা !

৪৯

তোমা বিনে নাথ সকলি আঁধার,
অকূল পাথার হইত জ্ঞান ;
এখনি কি হোতো, কি হোতো আমার !
ছাড়িব না আর থাকিতে প্রাণ !

৫০

আহা সন্ধ্যাদেবী, আজি কি মধুর
রাজিছে তোমার মূরতিখানি !
তোমার সমীর করি ঝুর্‌ঝুর্‌
শরীরে অমিয় ঢালিছে আনি !

৫১

যাও সমীরণ, আমার মতন
জ্বলিয়াছে যে যে বিরহী বালা,
মিলায়ে তাদের পতি প্রাণধন,
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা !

৫।—গীতি।

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা,—মিলনের সুর।

মিলিল যুবতী সতী
প্রিয় প্রাণপতি সনে,
নয়ন হৃদয় লোভা কি শোভা হইল বনে !

ফুটিল অম্বরতলে
তারা হীরা দলে দলে,
রাজিল চন্দ্রিমা ছটা প্রকৃতির চন্দ্রাননে।

বনদেবী হাসি হাসি,
আদরে সমুখে আসি,
সাজালেন বর ক'নে চারু ফুল আভরণে।

লতারাজী বনবালা,
ফুলের বরণডালা
শিরে ধরি, ফিরি ফিরি, হেসে হেসে বরে বর-ক'নে;—

আনন্দে আপনা হারা,
নয়নে আনন্দ ধারা,
দুজনের মুখ পানে চেয়ে আছে দুই জনে।

উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
আকুল ভ্রমর কুল,
নির্ঝরিণী কুলুকুলু করিয়ে বেড়ায়;—

কুসুম-পরাগ-চোর
সমীর আমোদে ভোর,
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি গাহ গো কোকিলগণে!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিরহিণী নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

প্রিয়তমা।

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"
ভবভূতি।

১

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
নীর পুতুল, দুদের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে!

২

কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি,
কচি দাঁতগুলি অধর মাজে;
যেন কচি কচি কেশর কখানি
ফুটন্ত ফুলের মাজেতে সাজে।

৩

বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী,
　　অমৃত বরষে শ্রবণে মোর ;
আপনা-আপনি হরিষ পরাণী
　　হরষ-নাচনি হেরিলে তোর।

৪

হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে,
　　ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায় ;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে,
　　পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়।

৫

মুখে ঘন ঘন "বাবা বাবা" বুলি,
　　গলা ধর এসে হাজার বার ;
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি,
　　কথা ক'য়ে যাহা বলিতে নার।

৬

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
　　আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন !
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে,
　　তুমিও আমারে বাস তেমন ?

৭

বুঝিলেম তবে এত দিন পরে,
কেন আমি ভাল বাসি পিতায়;
সকলি ত্যেজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা-ছাড়া যাহা আছে ধরায়।

৮

আমারে জননী ছেলেবেলা ফেলে,
করেছেন দেব-লোকে পয়ান;
এখনো হটাৎ তাঁর কথা এলে,
বুঝিলেম কেন কাঁদে রে প্রাণ!

৯

মানুষের নব প্রথম প্রণয়,
তরুর প্রথম প্রসূন মত,
চিরকাল হৃদে জাগরূক রয়;
পরের প্রণয় রহে না তত।

১০

সেই স্নেহময় প্রথম প্রণয়,
জনমে জনক জননী সনে;
তাই চির দিন তাঁহারা উভয়
দেবতার মত জাগেন মনে।

১১

তব মুখশশী হেরিবার আগে,
সেই এক সুখে কেটেছে দিন ;
এই এক সুখ এবে মনে জাগে,
এ সুখে সে সুখ হয়েছে লীন।

১২

আগেতে তোমার ললিত জননী,
চাঁদের মতন করিত আলো ;
জুড়ায়ে রাখিত দিবস রজনী,
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল।

১৩

এখন আইলে সে সুরসুন্দরী,
তোমা হেন ধনে করিয়ে কোলে,
যেন ঊষা দেবী আসে আলো করি,
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে।

১৪

তখন প্রণয় নূতন নূতন,
নূতন রসেতে দুজনে ভোর ;
নূতন যোগাতে সতত যতন
নয়নে নূতন নেশার ঘোর।

১৫

তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি,
ফিরায়ে দিয়েছ গোড়েন মতে ;
নাহি খেলে আর সে লোল লহরী,
চলেছে আপন উদার পথে।

১৬

তার নিরমল ধীর স্থির নীরে,
যুগল বিকচ কমল প্রায়,
প্রফুল্ল হৃদয় দ্বয় দোলে ধীরে ;
দুলে দুলে তুমি নাচিছ তায়।

১৭

সুখের শীতল মৃদুল সমীরে
দোলে রে প্রমোদ ফুলের গাছ !
যেন তারা সবে নাচে তীরে তীরে,
খুদে ছেলেটির হেরিয়ে নাচ।

১৮

চারি দিকে যেন অমৃত বরষে,
আমোদে ভুবন হয়েছে ভোর ;
পরিয়াছে গলে মনের হরষে
প্রেমের স্নেহের মোহন ডোর !

১৯

প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসেন ঊষা !
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণ ভূষা।

২০

সদানন্দময়ী, আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী !

২১

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন !
যুগযুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

২২

সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি ;
ভাঁড়ামি ভীরুতা বোঁচা পেত্নীর
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।

২৩

জগতজ্বালানী ঈরিষা আমারে,
তাপে জরজর করিতে নারে ;
দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে আঁধারে
সমান বেড়াই চরণচারে।

২৪

পারে না বিঁধিতে, চমকায়ে দিতে,
চপলা চীকুর নয়ান বাণ ;
ঝোঁকে বেরসিকে গরলে ঝাঁপিতে ;
থাকিতে অমৃত সাগরে স্থান।

২৫

তুমি সুপ্রভাত ভাবনা আঁধারে,
যে আঁধার সদা রয়েছে ঘেরে ;
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে,
দূরে যায় তম তোমায় হেরে।

২৬

বিষণ্ণ জগত তোমার কিরণে
বিরাজে বিনোদ মূরতি ধরি,
কে যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে,
দেয় সুধারসে হৃদয় ভরি।

২৭

চরাচর যেন সকলি আমার,
　　নারী নর গণ ভগিনী ভাই ;
আননে আনন্দ উথলে সবার,
　　গ'লে যায় প্রাণ যে দিকে চাই।

২৮

হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে,
　　সুরলোকে লোকে কেন রে ধায় !
নরে কি অমরে আছে মনসুখে,
　　যদি কেহ মোরে সুধাতে চায় !—

২৯

অবশ্য বলিব নারীর মতন
　　সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন ;
　　শচী পারিজাত কপোল-কথা।

৩০

এ মর্ত্যভুবন কমল কাননে
　　নারী সরস্বতী বিরাজ করে !
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
　　পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে !

৩১

এস ঊষারাণী, এস সরস্বতী,
এস লক্ষ্মী, এস জগত-ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী,
আহা কি উদার রূপের ঘটা !

৩২

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুমভূমি ;
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি !

৩৩

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদ সেবি,
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়,
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী ।

৩৪

মায়ের মতন স্নেহের যতন
কর কাছে বসি ভোজন কালে,
বিকালে আমার জুড়াতে নয়ন
সাজ মনোহর কুসুমমালে ।

৩৫

সন্ধ্যা-সমীরণে শাস্ত্র আলোচনে,
সুমধুর-বাণী-বাদিনী সারী ;
নিশীথ-নির্জনে বেল-ফুল-বনে,
চাঁদের কিরণে ললিত নারী।

৩৬

নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে রচনা হার,
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সমুখে,
খুলে দাও চোকে ত্রিদিব-দ্বার।

৩৭

উথলি অন্তর ধায় দশ দিকে,
যেন ত্রিভুবন করেতে পাই ;
যেন মাতোয়ারা মনের বেঠিকে
জানিনে কোথায় চলিয়ে যাই।

৩৮

কত অপরূপ প্রাণী মনোহর,
কত অপরূপ বিনোদ ধাম,
কত সুগম্ভীর মনোহর তর
সাগর ভূধর জানিনে নাম ;—

৩৯

দেখি দেখি সব ভ্রমি মনস্থখে,
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ ;
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে,
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান ;—

৪০

সহসা তোমার সহাস আননে
চোক প'ড়ে যায়, তুমিও চাও ;
পান জল রাখি সমুখে যতনে,
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও।

৪১

কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে,
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা ;
যোগেতে তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে,
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা।

৪২

যতনে যতনে আদরে আদরে
এঁকেছি সে হৃদি-প্রতিমাখানি ;
মরি কি স্থহাস ভাসিল অধরে !
পাতো প্রিয়তমে কোমল পাণি !

৪৩

ধর ঊষারাণী, হের সুনয়নে,
আরক্ত তরুণ অরুণ মুখী !
যদি তব ছবি ধরে তব মনে,
করিলে তা হ'লে পরম সুখী।

৪৪

আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে,
দোলরে দুলাল দে দোল দেলা !
আহা দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে,
উদয় অচলে কে করে খেলা !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়তমা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

অভাগিনী।

(পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নারী।)

"कुदो दाणिं मे दूराहिरोहिणी आसा।"

কালিদাস।

১

অয়ি নাথ! কেন হেন নিরদয়,
এ চিরদুখিনী জনের প্রতি;
এ তো লেখা নয়, বজ্রপাত হয়,
ভয়ে ভাবনায় ভ্রমিছে মতি।

২

ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে
কত নিধি যেন পাইনু করে,
হরষে হাসিনু, লইনু যতনে,
থুইনু আদরে হৃদয় পরে।

৩

স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম,
অধীনীরে বুঝি প'ড়েছে মনে ;
স্বপনে জানিনে হইবেন বাম,
জানকীরে রাম দিবেন বনে।

৪

আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী,
ধন্য ত্রিজগতী তোমার নামে ;
নিরমি তোমার সোণার মূরতি,
বসালেন পতি আপন বামে !

৫

আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী
হাসি হাসি আসি পতির পাশে ;
যেন সোহাগিনী রাধা বিনোদিনী
শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিয়ে হাসে।

৬

সে বিষ সম্বাদ আসিবে আবার,
পাপ প্রাণ দেহ ত্যেজিয়ে যাও ;
ওগো মা ধরণী জননী আমার,
কাতরা কন্যেরে কোলেতে নাও !

৭

উষসীর কোলে কুসুম কলিকা
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে,
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা,
দুলিতেম বসি মায়ের কোলে।

৮

ছেলে মেয়ে আর ছিল না অপর,
এক মাত্র আমি ঘরের আলো;
করিতেন বাবা কতই আদর,
সকলে আমায় বাসিত ভালো।

৯

করি করি পিতা কত অন্বেষণ,
সুপাত্রে দিলেন আমার কর;
পাইলেম হায় অমূল রতন,
রূপে গুণে মন-মতন বর!

১০

কারো দোষ নাই, কপালেতে করে,
নহিলে তেমন, এমন হয়!
নিমগন হ'য়ে সুধার সাগরে
হলাহলে কার পরাণ দয়!

১১

আরে রে নিয়তি দুরন্ত ঝটিকা!
বহিয়ে চলেছ আপন মনে;
দলি দলি সব কোমল কলিকা,
মানবের আশা-কুসুম-বনে!

১২

গেলেন স্বরগে সতী মা আমার,
বিবাহ হরষ বরষ পর;
এ সংসারে মন ভাঙিল পিতার,
বিবাহ করিয়ে হলেন পর।

১৩

শোক তাপ সব রয়েছি পাশরি,
চাহিয়ে তোমার মুখের পানে;
বল নাথ আমি এখন কি করি,
কার মুখ চেয়ে বাঁচিব প্রাণে!

১৪

লাগিবে যে ধন ভরণ পোষণে,
দিবে তা সকলি, দিবে না দেখা;
নিজঞ্জালে রবে নব নারী সনে,
আমারে ফেলিয়ে রাখিবে একা!

১৫

যে ঘরের আমি ছিনু রাজরাণী,
পুষিয়াছি কত ভিকারী জনে;
করিবে সে ঘরে মোরে ভিকারিণী,
এই কি তোমার ছিল হে মনে!

১৬

ওগো মা জননী রয়েছ কোথায়,
ফেলিয়ে হেথায় স্নেহের ধন;
আদরিণী মেয়ে কাঁদিয়ে বেড়ায়,
দেখে কি কাঁদে না তোমারো মন!

১৭

অন্তিম সময়ে দুটি করে ধোরে,
সঁপে দিয়ে গেলে তুমি যাহায়;
সেই অহৃদয় আজি ঘোরেঘোরে
বিনি দোষে মা গো ত্যেজে আমায়!

১৮

মানব-সন্তান! বিবাহ অবধি
ছিনু যত দিন তোমার কাছে,
হেরিতেম তব যেন নিরবধি
আনন মলিন হইয়ে আছে।

১৯

সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি,
পূরণিমা-শশী প্রকাশ পায় ;
সুধাকর সুধা চির-অভিলাষী
চকোর চকোরী নেহারে তায় ;

২০

আমার অন্তর আর একতর,
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ;
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর,
জনমে হৃদয়ে স্বরগ সুখ।

২১

ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন,
আপনার ভাবে আপনি ভোর ;
আপনার স্নেহে আপনি মগন,
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর।

২২

আহা কেন কেন এ ঘুম ভাঙাও,
কি লাভ দুখীরে করিলে দুখী !
দাও দাও আরো ঘুমাইতে দাও,
স্বপনের সুখে হইতে সুখী !

২৩

পাগলিনী প্রাণে বাঁচিবে না আর,
সাধের স্বপন ফুরায়ে গেলে ;
হা হা রে পাগল, কি ক্ষতি তোমার
কাঙালে স্বপনে রতন পেলে !

২৪

যদি জোর কোরে ভাঙাইলে ঘুম্‌,
হৃদে বিঁধে দিলে বিষের বাণ ;
প্রেমের উপরে করিলে জুলুম্‌,
না বধিলে কেন আগেতে প্রাণ !

২৫

নারীবধ ভেবে যদি ভয় হয়,
পাষাণ-হৃদয়, তোমার মনে ;
মড়ার উপরে খাঁড়া নাহি সয়,
দাও বিসর্জ্জন নিবিড় বনে !

২৬

রবি শশী তারা, জগতের বাতি,
সেখানে সকলে নিবিয়ে যাক্‌ ;
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা রাতি,
একেবারে মোরে গ্রাসিয়ে থাক্‌ !

২৭

হুহু হুহু কোরে প্রলয় বাতাস
সদাই আমার বাজুক কাণে,
ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস
লইয়ে চলুক্ পাতাল পানে !

২৮

ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্ মন থেকে সব
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ ;
জীবনের বীণা হউক নীরব,
মাটিতে মিশুক মাটির দেহ !

২৯

দেখ নাথ দেখ, খুকী যাদুমণি
বুকের উপরে দাঁড়ায়ে দোলে,
দেখেছ মেয়ের নাচুনি কুঁদুনি,
ঝাঁপিয়ে যাইতে বাপের কোলে !

৩০

একেবারে বাছা হেসে কুটিকুটি,
তোমারে পাইলে কি নিধি পায় !
চাঁদ মুখে তোর চুমি খাই দুটি,
কেমন চুষ্মি ? নিবি তো আয় !

৩১

ঝুঁকি ঝুঁকি আসা, হুব্‌কি তোমার,
আসিবে না কোলে বটে রে মেয়ে ?
মুখ লুকাইয়ে থাক না এবার !
আবার বড় যে আসিলে ধেয়ে !

৩২

থাক বুকে থাক, বাপি রে আমার,
‘তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন’ !
তোমার লাগিয়ে গলেছে এবার,
তোমার পিতার কঠিন মন।

৩৩

যবে এ জঠরে করেছিলে বাস,
সেই কয় মাস স্মরণ হ’লে,
কোরে দেয় মন পরাণ উদাস,
আজো জ্ঞান হয় বাঁচি গো ম’লে !

৩৪

হেরিতে কেবল তোর মুখশশী,
সয়েছি সে সব, ধরেছি প্রাণ ;
নহিলে এ ঘরে বসিত রূপসী
আলুথালু বেশে করিয়ে মান।

৩৫

আজি যাব নাথ পিতার আলয়ে,
মেয়ে তবে থাক্ তোমারি কাছে ?
ঢের করেছেন তাঁরা অসময়ে,
না যাইলে কিছু ভাবেন পাছে !

৩৬

বাঁচি যদি দেখা হবে পুনরায়,
নহিলে এ দেখা জনমশোধ ;
কেন হে নয়ন জলে ভেসে যায়,
আঁচল ধরিয়ে করিছ রোধ !

৩৭

কই, কই, কই, কোথা সে কুমারী !
কোথায় নাথের সজল আঁখি !
এই বাড়ী ঘর আমারি পিতারি ! .
জাগিয়ে স্বপন হেরিনু না কি ?

৩৮

তাই বটে বটে, এই যে আমার
গরভের বাছা গরভে আছে ;
একেলা বিরলে থাকা নয় আর,
আবার স্বপন আসে গো পাছে !

৩৯

তুই রে আমায় করিলি পাগল !
যা যা চিঠী দূরে ছুটিয়ে পালা !
না, না, তুমি মম জীবন-সম্বল,
নাথের গাঁথন রতন-মালা।

৪০

আহা এস, আজি অবধি তোমায়
থুইব হৃদয় রাজীবরাজে !
পতি-নামাঙ্কিত মাণিক-মালায়,
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে !

৪১

মাণিক রতন, নিরেট জহর !
জীবন সংশয় সেবিলে তাকে ;
আমার মতন যে রোগী কাতর,
জহরে তাহারে বাঁচায়ে রাখে !

৪২

পড়ি আগাগোড়া আর এক বার !
যা থাকে কপালে হইবে তাই ;
সাগরে শয়ন হয়েছে আমার,
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই !

৪৩

শেষে একি লেখা! লেখা ভয়ঙ্কর!
না পেলে তাহারে ত্যেজিবে প্রাণ?
হানা দিলে আমি বিয়ের উপর,
খুনে বোলে মোরে করিবে জ্ঞান?

৪৪

না, না, তুমি অত হয়োনা উতলা,
আপন নিধন ভেবনা কভু;
মরম ব্যথায় যদিও বিকলা,
বাধা আমি তবু দিবনা প্রভু!

৪৫

তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে,
তোমার বিহনে কি দশা হবে!
শাশুড়ী ননদী দিদী ছেলেপুলে
কার মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রবে!

৪৬

কে রে আমাদের সুখের কাননে
এ ঘোর আগুন জ্বালিয়ে দিল!
হা বিধি তোমার এই ছিল মনে!
এই কি আমার কপালে ছিল!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে অভাগিনী নাম দশম সর্গ।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটী ব্যতীত, তৎসমস্তই আদৌ ১২৭৪ এবং ৭৬ সালের অবোধ-বন্ধু নামক অতীত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত ৭৬ সালেই পুনর্ব্বার পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অদ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। ৪ঠা ফাল্গুন বসন্তপঞ্চমী সরস্বতীপূজা, ১২৮৬ সাল।